

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১৫ জুলাই'২০২১খ্রি.

সি.এন.জি ও অটো টেম্পো চালকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণকালে মেয়র লকডাউনে ভুক্তভোগীদের পাশে সরকার ও চসিক থাকবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, করোনা অতিমারির কারণে সি.এন.জি চালকরা কমহীন হয়ে কষ্টে আছেন। তাদের কষ্ট লাঘবে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসতে হবে এটাই মানবিকতা। প্রধানমন্ত্রী কমহীনদের জন্য যে প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছেন তার যেন সঠিক ব্যবহার হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। লকডাউনে ভুক্তভোগীদের পাশে সরকার আছে এবং চসিকও পাশে থাকবে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে টাইগার পাসস্থ চসিক বিল্লাঘাস প্রকল্প সংলগ্ন চত্বরে করোনাকালে চট্টগ্রামের সমায়িক ক্ষতিগ্রস্ত সি.এন.জি ও অটো টেম্পো চালকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার (অর্থ সহায়তা) বিতরণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ অটোরিক্সা ও অটো টেম্পো শ্রমিক লীগ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি মো. ওসমান গণির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের, শ্রমিক নেতা মো. সাইফুল ইসলাম, সুভাষ নাথ, মো. কাপ্তান, মো. জসিম, শাহ আলম প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, আসন্ন ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে সরকার লকডাউন আপাতত ২২ জুলাই পর্যন্ত শিথিল করেছে। এই শিথিলতা মানে বেপরোয়া হওয়া নয়। তিনি সকল ধরণের ঝামেলায় নিজে সুরক্ষিত রেখে অন্যের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে আহ্বান জানান। তিনি কোরবানের সময় পশুর বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা এবং নগরীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে দৃঢ় ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে জলাবদ্ধতা নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের দোষে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিন যত্রতত্র না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলার জন্য নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দাবি করে বলেন, আমি সাধারণ মানুষের মেয়র, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর নই। যে কোন অভিযোগ বা প্রয়োজন হলে নিঃশঙ্কোচে তা জানাবেন, আপনাদের জন্য আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে। এ সময় ঝামেলা সুরক্ষা সামগ্রী মাস্ক ও সাবান বিতরণ করা হয়।

মেয়রের কাছে ওয়াসার এম.ডি-এর ১৪ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর

আজ বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর কাছে রোড কাটিং বাবদ ওয়াসার এম.ডি প্রকৌশলী এ.কে.এম ফজলুল্লাহ ১৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। এ সময় প্যানেল মেয়র মো. গিয়াসউদ্দিন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির চৌধুরী, ওয়াসার ডি.এম.ডি (প্রশাসন) তাহেরা ফেরদৌস, ডি.এম.ডি (অর্থ) শামসুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী মকসুদ আলম, প্রকল্প পরিচালক মো. আরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মেয়র বলেন, সমসস্যের বিকল্প নেই, চসিক ও ওয়াসা সমন্বিতভাবে কাজ করলে জনদুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব হবে। এ ব্যাপারে তিনি সকল সেবা সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন।

চসিক পরিবেশ স্থায়ী কমিটির সভায় বক্তারা রেলওয়ের জায়গায় বে-সরকারি হাসপাতাল স্থাপনা লুপ্তনবৃত্তির অপপ্রয়াস

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় ব্যক্তারা নয়নাভিরাম সি.আর.বি'র রেলওয়ের জায়গায় বে-সরকারি উদ্যোগে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা নগরীর প্রাকৃতিক নৈসর্গ ও সৌন্দর্যহানীর ফাঁস হিসেবে অবহিত করেছে। চট্টগ্রাম রেলওয়ের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বক্ষ ব্যাধি ও ৫০ সাধারণ শয্যার হাসপাতাল রয়েছে। এ হাসপাতালটিকে বিশেষায়িত হাসপাতাল হিসেবে গড়ে না তুলে একটি বে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৫০০ শয্যার হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ নির্মাণের পায়তারা মেনে নেয়া যায় না। সভায় বলা হয় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাস্টার প্ল্যান ২০০৯ সালের অনুচ্ছেদ ডি.পি.এল-০৩ সিএইচ-০৩-০৮ তে বলা হয়েছে, সি.আর.বি'র ভূ প্রাকৃতিক উন্মুক্ত স্থানকে কোনভাবে পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা যাবে না। ঐতিহাসিক স্থানের আশে পাশে যে সকল নতুন স্থাপনা করা হয়েছে সেগুলোকে অপসারণ করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। আশেপাশের বস্তি ও কাঁচা ঘরকে স্থানান্তর করতে হবে। বর্তমান স্থিত যে হাসপাতালটি আছে সেটির ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে কিন্তু কোন ধরণের সম্প্রসারণ করা যাবে না। বাণিজ্যিক ও আবাসিক কোন স্থাপনা করা যাবে না। এরই আলোকে সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, মাস্টার প্ল্যানের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, মেয়র, চট্টক ও পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যকর

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে। সভায় আরো বলা হয়, হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় অনেক বড় বড় বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে নাম মাত্র মূল্যে জায়গা দিয়েছিলো সাধারণ মানুষের সুলভে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে হাসপাতালগুলো বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির অর্থে ধনীক শ্রেণীর চিকিৎসা কেন্দ্র হলেও সাধারণের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নেই। তাই সংগত কারণে প্রতিয়মান যে রেলওয়ে সি.আর.বি নান্দনিক স্থানে সেই ধরনের হাসপাতাল বানিয়ে অস্থায়ীসেবার নামে লুণ্ঠনবৃত্তির আরেকটি স্থাপনা করতে চায়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে টাইগার পাসস্থ চসিক কার্যালয়ে সচিবের দপ্তরে পরিবেশ উন্নয়ন ও সুরক্ষা স্থায়ী কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমনের সভাপতিত্বে ও সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় স্থায়ী কমিটির সভায় বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর মো. মোবারেক আলী, মো. শফিকুল ইসলাম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকী সেনগুপ্ত, ফেরদৌসি আকবর ও নগর পরিকল্পনাবিদ আব্দুল্লাহ আল ওমর।

বাবুটি ও বয়দের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণকালে মেয়র বিপন্ন মানবতায় পাশে দাঁড়াতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সম্প্রতিকালে অতিমারীর মতো কঠিন সময়গুলোতে কাউকে যাতে অভুক্ত থাকতে না হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, যা আজ সারা বিশ্বে প্রশংসিত। বর্তমান করোনাকালীন কঠিন দুঃসময়ে যে পরিমাণ সাহায্য দেয়া দরকার তা হয়তো অপ্রতুল তবে আন্তরিকতা নিয়ে পাশে দাঁড়ানো এটাও বড় ধরনের প্রাপ্তি বলে ধরে নিতে হবে। তিনি কমিউনিটি সেন্টার বন্ধ থাকার কারণে বাবুটি ও বয় এবং এ কাজে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকেরা নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন উল্লেখ করে এই সকল শ্রমিকদের পাশে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। গতকাল বুধবার বিকেলে নগরীর রীমা কমিউনিটি সেন্টারে ডেকোরেশন মালিক সমিতি ও কমিউনিটি সেন্টার মালিক সমিতির আয়োজনে বাবুটি ও বয়দের কাছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃত্তায় তিনি এ কথা বলেন। কমিউনিটি সেন্টার মালিক সমিতির সভাপতি হাজী সাহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডেকোরেশন মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল আলম চৌধুরী মিলটন, উপস্থিত ছিলেন মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম।

মেয়র আরো বলেন, করোনা ছোবলে পর্যুদস্ত বাংলাদেশ প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাড়াতেও দ্বিতীয় ধাক্কা আরও ভয়াবহ হওয়ায় ভোগান্তি বেড়েছে। তিনি এতে আতংকিত না হয়ে সাহস নিয়ে আবার ঘুরে দাড়াবার শক্তি সঞ্চয় করার আহ্বান জানান।

শফিকুল হাসান ও মোস্তাকের মৃত্যুতে মেয়রের শোক

বীর মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধু হত্য প্রতিশোধ ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সাবেক সদস্য, আওয়ামী যুব লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিকুল হাসানের মৃত্যুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, মরহুম শফিকুল হাসান বঙ্গবন্ধু আদর্শিক সৈনিক হিসেবে আমৃত্যু রাজপথের অকুতোভয় কাশ্মীরী ছিলেন। নিরলোভ ও নিরহঙ্কার এই রাজনীতিক কখনো আদর্শচ্যুত হননি। তাঁর মৃত্যু রাজনৈতিক অঙ্গনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। শোকবার্তায় তিনি মরহুম শফিকুল হাসানের রাহের মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

অপর এক শোক বার্তায় মুক্তিযোদ্ধা ও ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা এবং ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নেতা রেজাউল হক মোস্তাকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত এক কিলোমিটার ও চকবাজারে অবৈধভাবে পশু বিক্রির দায়ে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন এক কিলোমিটার ও চকবাজার থানার জয়নগর এলাকায় অবৈধভাবে খাইন বসিয়ে কোরবানীর পশু বিক্রির দায়ে চারটি খাইন মালিকের বিরুদ্ধে ০৭টি মামলা রুজু পূর্বক ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন এবং পশু গুলোকে দ্রুত সময়ের মধ্যে পার্শ্ববর্তী নির্ধারিত কোরবানীর হাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অভিযানকালে ম্যাজিস্ট্রেট পথচারীদের মাঝে মাঝে বিতরণ করেন এবং নগরবাসীকে অস্থায়ীবিধি মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে ও নগরবাসীকে অস্থায়ীবিধি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে চসিকের ভ্রাম্যমান আদালত অব্যাহত থাকবে। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সদস্য বৃন্দ।

সংবাদদাতা

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩